



मन कि बात

अध्याय-9



MANN KI BAAT

VOL.9

Authors

Sarda Mohan and Tanushree Banerji

Illustrations and Cover Art

Dilip Kadam

Assistant Artist

Ravindra Mokate

Production

Amar Chitra Katha

Colourists

Prakash Sivan and Prajeesh V. P.

Layout Artist

Akshay Khadilkar

Published by

Amar Chitra Katha Pvt. Ltd

BENGALI

ISBN – 978-93-6127-200-4

Amar Chitra Katha Pvt. Ltd, January 2024

© Ministry of Culture, Govt of India, January 2024

All rights reserved. This book is sold subject to the condition that the publication may not be reproduced, stored in a retrieval system (including but not limited to computers, disks, external drives, electronic or digital devices, e-readers, websites), or transmitted in any form or by any means (including but not limited to cyclostyling, photocopying, docutech or other reprographic reproductions, mechanical, recording, electronic, digital versions) without the prior written permission of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

You can now get ACK stories as part of your classroom with **ACK Learn**, a unique learning platform that brings these stories to your school with a range of workshops. Find out more at www.acklearn.com or write to us at acklearn@ack-media.com.



প্রিয় শিশুরা,

আমি খুব খুশি বোধ করি যখন তোমাদের মতো অল্প বয়সি ছেলেমেয়েদের নিজেদের পছন্দ করা ক্ষেত্রে জ্বলজ্বল করতে দেখি। এটি কোন একাডেমিক বা পেশাদারগত ব্যাপার নয় - শুধুমাত্র নিজের আবেগ অনুসরণ করে, নিজের দক্ষতা উন্নত করার জন্য তোমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে দেখে আমি আমাদের দেশের ভবিষ্যতের জন্য বড় আশাব্যিত হয়ে উঠি।

এই খণ্ডে, তোমরা বেদাঙ্গী কুলকার্নির সাথে পরিচিত হবে, যিনি সাইকেল চালানো এতটাই উপভোগ করেন যে বিশ্বজুড়ে সাইকেল চালানোর জন্য সবচেয়ে কম বয়সী মহিলা হিসেবে নাম করেছেন! নয় বছর বয়সী কৃষ্ণিল অনিল, রুবিকস কিউব দেখে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিল যে, এটিকে সে শিল্পে পরিণত করেছিল। জিগর ঠক্কর সেরিব্রাল পলসি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেও একজন বিজয়ী প্যারা সাঁতারুতে পরিণত হন।



এমন প্রাপ্তবয়স্করাও আছেন যারা অপ্রচলিত বিকল্প বেছে নিয়ে আনন্দ ছড়িয়েছেন। মীরা শেনয় তার জীবন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন করার জন্য নিয়োজিত করেছেন, অন্যদিকে শ্রীধর ভেশু গ্রামীণ ভারতের যুবকদের ক্ষমতায়ন করার কাজ বেছে নিয়েছেন।

শুধু মনে রাখবে, তোমার পছন্দ তোমার জীবনে গুণমান যোগ করে। নিজের হৃদয়ের কথা শোনো এবং যা সঠিক তা করো।





सूचीपत्र

1	बादाउत ग्राम	3
2	चन्द्रकान्त कुलकर्नि	5
3	चिन्मय एबं प्रदग्या पाटाक्कर	7
4	हीरामन कोरओया	10
5	जिगर ठक्कर	13
6	कृष्णिल अनिल	16
7	मादुराई चिन्ना पिल्लुई	18
8	मीरा शैनय	21
9	रिंफामि इयं	24
10	श्रीधर भेषु	27
11	बेदाङ्गी कुलकर्नि	30

বাদাউত গ্রাম

বিজ্ঞানের ক্লাসে
শিক্ষার্থীরা
নিকাশী নিষ্কাশন
সম্পর্কে
শিখছিল।

পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে
জলের সঠিক নিষ্কাশন
না হলে, রোগ বিস্তারের
সম্ভাবনা থাকে।



গত মাসে
আমাদের বিল্ডিংয়ের
কাছে নিকাশীর পাইপ
ফেটে গেছিল। কী
জঘন্য ছিল!

ঐ পচা
গন্ধে তুমি
থাকছিলে কী
করে?



কারা একটু
বিরতি নিয়ে মন
কী বাত-এর গল্প
শুনতে চাও?

কী মজা!

আমি!



হরিয়ানার পঞ্চকুলার বাদাউত গ্রামে -

উফ! উপচে
পড়া নর্দমা থেকে
কী জঘন্য গন্ধ
বের হচ্ছে।

আমার বাচ্চারা
অসুস্থ হয়ে পড়ছে। আমি
নিশ্চিত যে চারপাশের
জমে থাকা নোংরা জলই
এর কারণ।



বেশ কিছুদিন ধরেই গ্রামটিতে নোংরা
জল নিষ্কাশনের সমস্যা হচ্ছে।

আমি এখান থেকে
সবজি কিনতে চাই
না। আশপাশটা খুব
নোংরা!

কিন্তু পুরো
গ্রামেরই তো এই
অবস্থা। আমরা আর
কী করতে পারি?



এই সমস্যাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের* জন্য একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার ছিল।



সরপঞ্চ জি, গ্রামে নানা রোগ ছড়াচ্ছে। আমাদের অবশ্যই পয়ঃনিষ্কাশনের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি সহমত। আসুন আমরা টাকা বা সাহায্যের জন্য অপেক্ষা না করে বিষয়গুলো নিজেদের হাতে নিয়ে সমাধানের চেষ্টা করি।

একাধিক বৈঠকে ধীরে ধীরে সমাধান বের হতে থাকে।



যদি আমরা পাইপ ব্যবহার করে সমস্ত নিকাশী জল এক জায়গায় সংগ্রহ করি, তাহলে এটি নিষ্কাশন করা আরও সহজ হবে।

হ্যাঁ, আমরা এটি গ্রামের বাইরে, বাড়ি থেকে দূরে সংগ্রহ করতে পারি।



এই জলটাকে ফিল্টার করে নিই না কেন? তাহলে আমরা এটিকে কৃষি কাজে ব্যবহার করতে পারি।

এটা একটা চমৎকার চিন্তা!



গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় পঞ্চায়েত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে।



শীঘ্রই-

দেখো গ্রামটা আবার কেমন পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে।

হ্যাঁ, আমি খুব গর্বিত যে কীভাবে পঞ্চায়েত এই সমস্যার সমাধান করেছে এবং কীভাবে সবাই তার সমর্থন করতে একত্রিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী তার রেডিও শো মন কি বাত-এ বাদাউতবাসীদের প্রশংসা করেছেন।

*গ্রাম পরিষদ

চন্দ্রকান্ত কুলকার্নি



স্যার, অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে অর্থ পায়?

এই সংস্থাগুলির বেশিরভাগই সামাজিক উদ্দেশ্যে কাজ করে, তাই তারা অনুদান বা অনুদানের মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করে। তোমরা কি দাতব্য সংস্থায় অর্থ দান করো?



স্যার, আমার বাবা তার বেতনের একটি অংশ জাকাত* হিসেবে দান করেন।

আমার বাবা-মা পাশের একটি বৃদ্ধাশ্রমে দান করেন।

খুব ভালো। আমাদের নিজেদের সাহায্য করার জন্য সময় বা শক্তি না থাকলে আমরা এমন অনেক উপায়ের মধ্যে এই একটি উপায়ে মানুষকে সাহায্য করতে পারি।

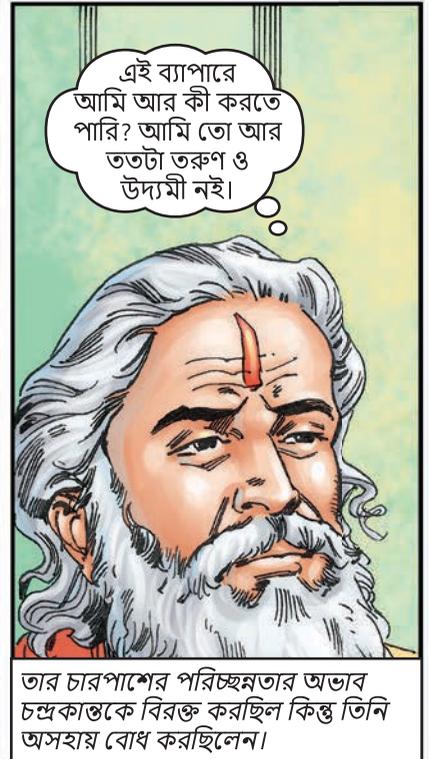


আজকের গল্পটি পূনের একজন ব্যক্তির সম্পর্কে যিনি আমাদের দেশকে পরিষ্কার রাখার জন্য তার পেনশনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ দান করেন।



চন্দ্রকান্ত কুলকার্নি একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন এবং তিনি 2015 সালে অবসর গ্রহণ করেন।

আগে এই বাগানটি কী সুন্দর জায়গা ছিল। আর এখন বাইরের ময়লা-আবর্জনার স্তূপ বাতাসে দুর্গন্ধ ছুঁড়াচ্ছে।



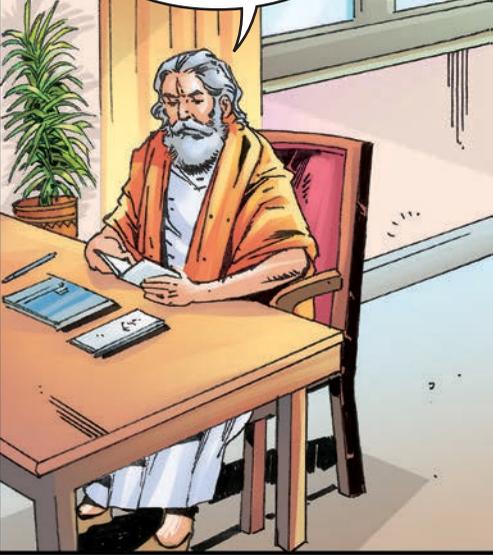
এই ব্যাপারে আমি আর কী করতে পারি? আমি তো আর ততটা তরুণ ও উদ্যমী নই।

তার চারপাশের পরিচ্ছন্নতার অভাব চন্দ্রকান্তকে বিরক্ত করছিল কিন্তু তিনি অসহায় বোধ করছিলেন।

*ইসলাম অনুসারীদের দ্বারা পালন করা দানের একটি রূপ

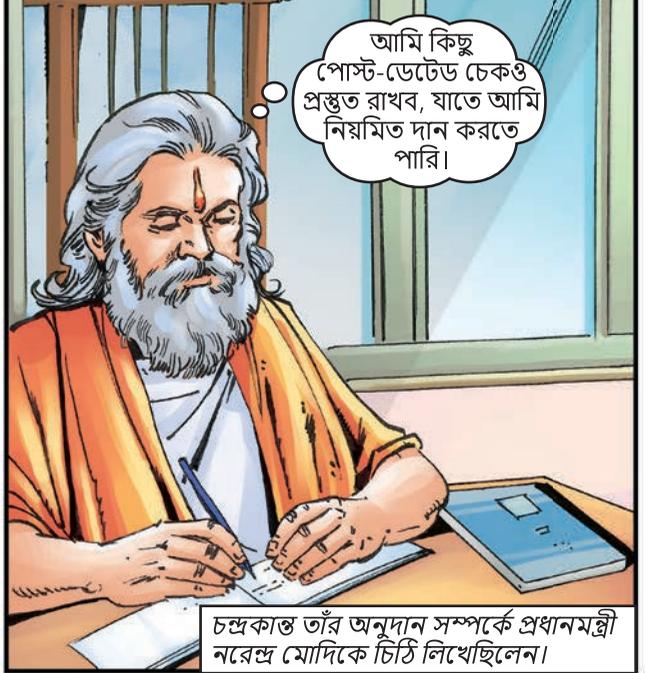
একদিন-

প্রতি মাসে আমার এত টাকার প্রয়োজন নেই। আমাকে এর কিছু অংশ একটা ভালো কাজে দান করতে দিন।



তিনি তার পেনশনের একটি অংশ সরকার পরিচালিত দেশব্যাপী পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি, স্বচ্ছ ভারত অভিযান*-এ দান করতে শুরু করেন।

আমি কিছু পোস্ট-ডেটেড চেকও প্রস্তুত রাখব, যাতে আমি নিয়মিত দান করতে পারি।



চন্দ্রকান্ত তাঁর অনুদান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছিলেন।

এই মহান অবদানের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে, প্রধানমন্ত্রী মোদি পুনে সফরের সময় চন্দ্রকান্ত এবং তাঁর পরিবারের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর রেডিও শো মন কি বাত-এও চন্দ্রকান্তের অবদানের কথা বলা হয়েছিল।

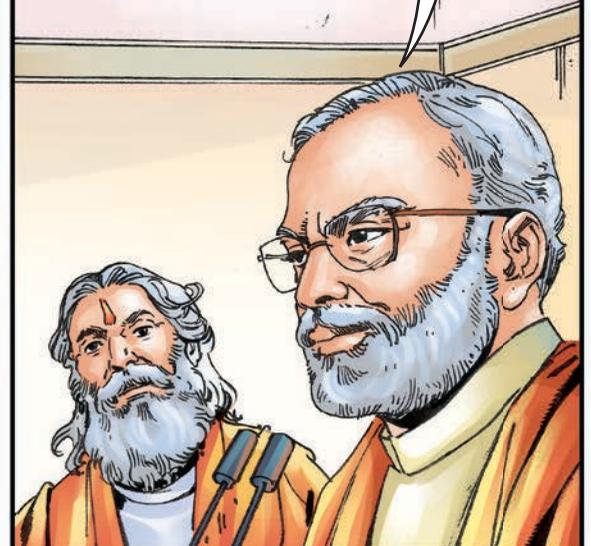
স্যার, অভিযানের জন্য এখানে 52 টি চেক আছে। আমার দেশের জন্য আমি এইটুকুই করতে পারি।

আপনি একজন সত্যিকারের নায়ক, চন্দ্রকান্ত জি।



তিনি এই কারণটির জন্য 2,60,000 টাকারও বেশি দান করেছেন।

আমাদের জন্য চন্দ্রকান্ত কুলকার্নির চেয়ে ভালো অনুপ্রেরণার উৎস আর হতে পারে না। এমন মানুষই আমাদের আসল শক্তি।



চিন্ময় এবং প্রদগ্যা পাটাক্কর

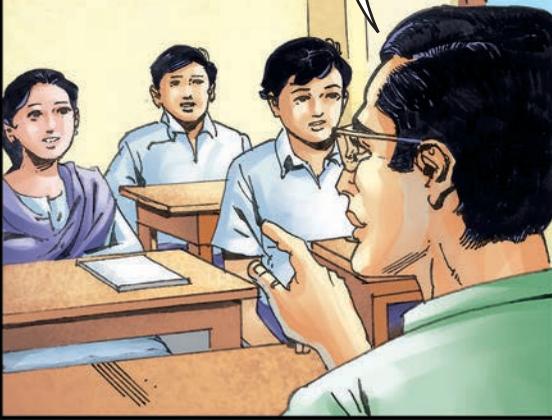
আমি কাবাডির মতো খেলা দেখতে ভালোবাসি। এই খেলাটাও যদি আরও বিখ্যাত হত, গৌরী।

সত্যি, ইকবাল। মানুষ শুধুমাত্র ক্রিকেট এবং ফুটবল সম্পর্কে জানে। অথচ অন্যান্য আরও অনেক আকর্ষণীয় খেলা আছে!



তুমি ঠিকই বলেছ, গৌরী। তবে এর জন্য এসব খেলাধুলাকে উৎসাহিত ও প্রচার করতে হবে। আজ আমি তোমাদের এমন দুই ব্যক্তির কথা বলব যারা মল্লখাষ খেলাকে সারা বিশ্বে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

'মল্ল' যার অর্থ কুস্তিগীর, এবং 'খাষ', যার অর্থ দীর্ঘ খুঁটি থেকে এসেছে মল্লখাষ নামটি। এটি একটি প্রাচীন ভারতীয় খেলা।



এটি বায়বীয় যোগব্যায়াম, জিমন্যাস্টিকস এবং মার্শাল আর্টের একটি অনন্য সমন্বয়।

পুনের যুবক দম্পতি চিন্ময় এবং প্রদগ্যা পাটাক্কর ছিলেন মালখাষ শিল্পী



বেন্টের অধীনে তাঁদের কাছে প্রতিযোগিতা, পুরস্কার এবং বেশ কিছু বছরের অভিজ্ঞতা ছিল।

2009 সালে যখন তারা নিউ জার্সি*তে চলে যায়, তখন তারা মল্লখাম্বের সাথে কিছু সময়ের জন্য যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে, কিন্তু শীঘ্রই তা বদলে যায়।



আমাদের বাড়ির পিছনের দিকে একটি খুঁটির জন্য জায়গা আছে, আবার আমরা অনুশীলন করতে পারবো।

এটা করার জন্য আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না!

প্রথমদিকে, একই শখের কিছু বন্ধু ছিল একসাথে এটি করার জন্য। কিন্তু কথাটা ছাড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে...



খুঁটির উপর যোগাভ্যাস!

মা, আমি এটা শিখতে চাই!

কৌতূহলী লোকজন এগিয়ে আসতে লাগল

চিন্ময় ও প্রদণ্যা তাদের কোচিং করতে লাগলেন।



মালখাম্ব তিন প্রকার। আজ আমরা দড়ি মালখাম্ব শিখব।

আমি কীভাবে করছি ভালো করে দেখো।

অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে চিন্ময় একটি অফিসিয়াল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু -



আমার ভিসা আমাকে এখানে ব্যবসা করার অনুমতি দেয় না।

আমরা এটিকে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারি। আমাদের বন্ধুরাও সাহায্য করতে পারবে।

এইভাবে, 2015 সালে, মালখাম্ব ফেডারেশন ইউএসএ (MFU) প্রতিষ্ঠিত হয়।

*মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্য

এমএফইউ যখন আরও কেন্দ্র খুলতে শুরু করল, তাদের কর্মসূচি আরও সুগঠিত হয়ে উঠল।



শেখাটা সহজ করার জন্য আমরা একটি পাঠ্যক্রম তৈরি করেছি।

আপনারা সবাই আমাদের প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন। এখন, আপনারা অন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।

এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। 2017 সালের 21শে জুন*, MFU জাতিসংঘে মালখাম্ব প্রদর্শন করে।



আমি আগে কখনও এমন দেখিনি।

অবিস্মরণীয়!

তারা টাইমস স্কোয়ার, স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, লিংকন সেন্টার অফ দ্য পারফর্মিং আর্টস এবং অন্যান্য আইকনিক স্থানেও পারফর্ম করেছেন।

চিন্ময় 2018 সালে প্রথম বিশ্ব মল্লখাম্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য টিম USA-কে কোচিং করেন।



প্রদগ্যা তাদের এতো বছরের সমস্ত জ্ঞান একটি বইয়ে সংকলিত করেছেন।



একটি অলাভজনক সংস্থা হওয়ায়, MFU সাফল্য অর্জন করা সত্ত্বেও আর্থিকভাবে সংগ্রাম করছে।



আমাদের আরও খুঁটি এবং একজন নিবেদিতপ্রান কোচ দরকার।

মালখাম্ব খেলার প্রচারের জন্য আমরা ভারত সরকারকে কিছু ভর্তুকি দেওয়ার জন্য চিঠি দিয়েছি।

হীরামন কোরওয়া

বাচ্চারা তাদের সেই দিনের মন কি বাত গল্পের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল।

এটা সত্যি! এমনিতেও, আজকাল কেউ সংস্কৃত বলে না। তাহলে আমাদের কেন এটা শিখতে হবে?

আমরা সবেমাত্র আমাদের সংস্কৃত পরীক্ষা শেষ করেছি, স্যার। এখন একটু আয়েশ করে একটা ভালো গল্প শুনতে চাই।



এই ভাষায় কথা বলার মানুষ আছে। তাছাড়া এটা না জেনে আমরা কিভাবে আমাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলো পড়তে পারব?

রামায়ণ আর মহাভারতের মতো?



একদম ঠিক। ভারতে এমন অনেক ভাষা রয়েছে যেগুলি বিলুপ্তির ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে, কারণ কেউ সেগুলি ব্যবহার করে না। ঝাড়খণ্ডের সিনজু গ্রামের হীরামন কোরওয়ার মনেও এই একই চিন্তা এসেছিল।



হীরামন যখন অল্প বয়স্ক বালক, তখন থেকেই তার উপজাতির ভাষা তাকে মুগ্ধ করতে শুরু করে

ঠাকুমা যখন কথা বলেন, তখন তার কথার মধ্যে অনেক অভিব্যক্তি থাকে।

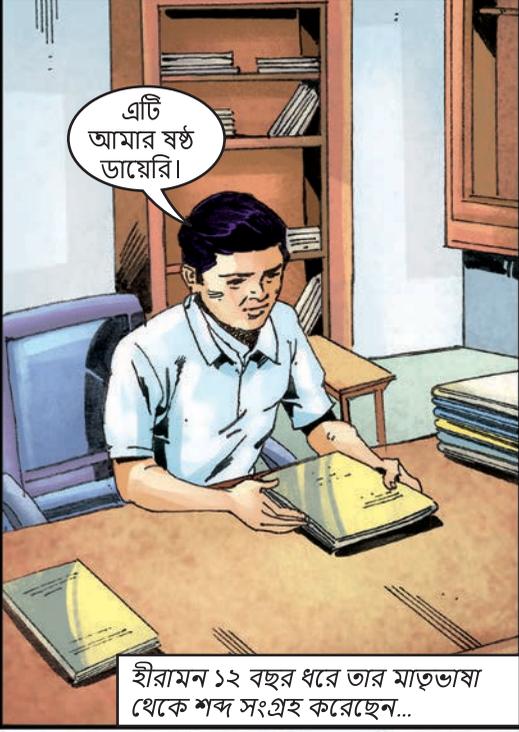
এটাই তো ভাষার শক্তি।





*ঝাড়খণ্ড রাজ্যের একটি শহর

গোবিন্দ হাইস্কুলের অধ্যক্ষ হীরামনকে আরও পড়াশোনা করতে উৎসাহিত করেন। এদিকে, কোরওয়া শব্দ সম্বলিত ডায়েরির সংখ্যা বাড়তে থাকে।

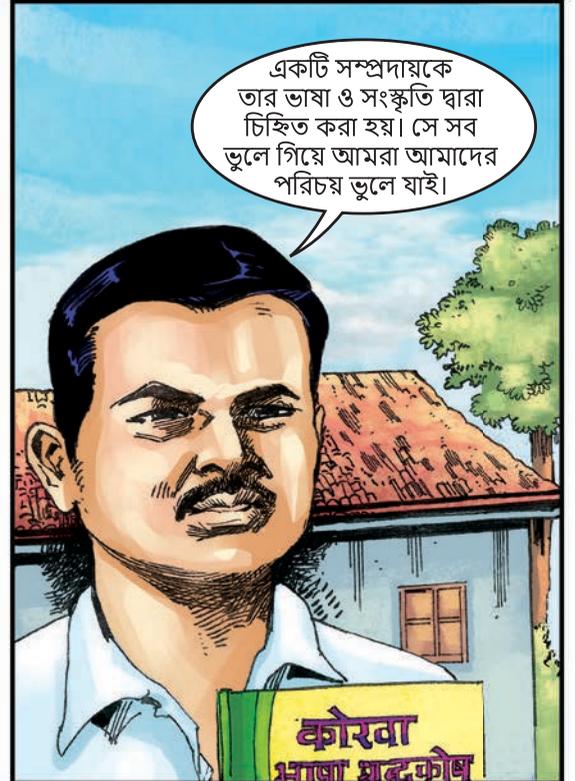
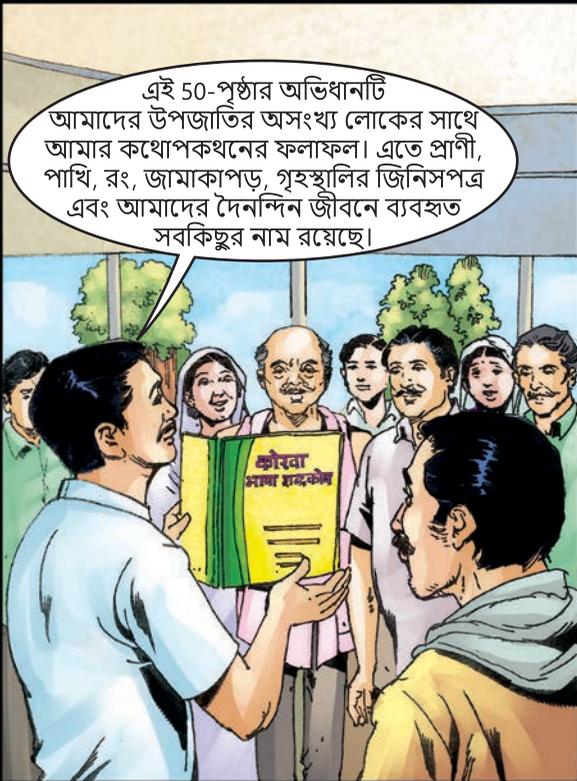


হীরামন ১২ বছর ধরে তার মাতৃভাষা থেকে শব্দ সংগ্রহ করেছেন...

...কিন্তু সেগুলি অভিধান হিসেবে প্রকাশ করার টাকা ছিল না। সহকারী শিক্ষক হিসেবে কাজ করলেও তাকে আর্থিক সহায়তার খোঁজ করতে হয়। অবশেষে -



এটি ছিল ঝাড়খণ্ডের পালামুর মাল্টি-আর্ট অ্যাসোসিয়েশন যা অবশেষে তাঁকে সাহায্যে করেছিল।



জিগর ঠক্কর



কী হয়েছে, চরণ?

আমি স্থানীয় বাস্কেটবল দলে খেলতে চেয়েছিলাম, স্যার। কিন্তু আমি যথেষ্ট লম্বা নই বলে তারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।



সাহস হারিও না, চরণ। তাদেরকে ভুল প্রমাণ করো। আজ আমি তোমাদের জিগর ঠক্কর নামে এক যুবকের কথা বলব, যে অনেক বাধা সত্ত্বেও পুরস্কারপ্রাপ্ত সাঁতারুতে পরিণত হয়েছে।



ওর পা শক্ত মনে হচ্ছে না। বারবার নিচে পড়ে যায়।

1998 সালের জুন মাসে গুজরাটের রাজকোটে জিগর ঠক্কর জন্মগ্রহণ করেন। কয়েক মাসের মধ্যে তার বাবা-মায়ের খুশি চিন্তায় পরিণত হয়।



সেই সময় তাঁর বয়স ছিল 9 মাস -

আমি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, জিগরের সেরিব্রাল পলসি নামক একটি অসুখ রয়েছে।

ওটার মানে কী?

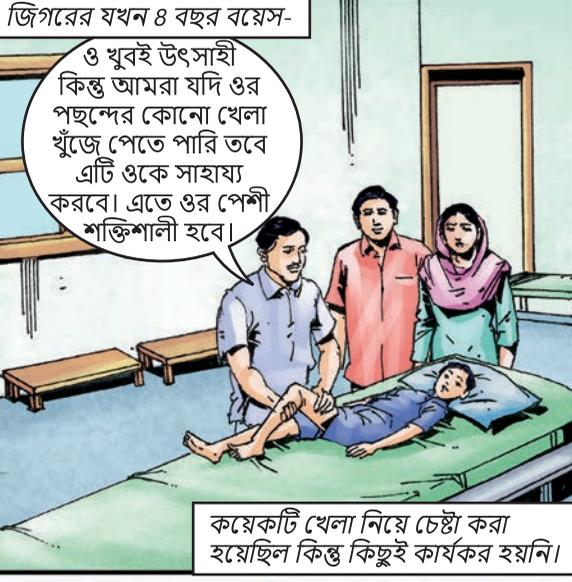


এর মানে হল যে তার মস্তিষ্ক তার শরীরকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। হাঁটা তার জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। এমনকি তার ভারসাম্যও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাহলে কি ও কখনোই স্বাভাবিক হতে পারবে না?

ও পারবে। আর আমরা এটা নিশ্চিত করব।

সাহস হারানোর বদলে জিগরের বাবা-মাকে ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে নিয়ে গিয়ে ব্যায়াম করতে শুরু করেন।



জিগরের যখন ৪ বছর বয়েস-

ও খুবই উৎসাহী কিন্তু আমরা যদি ওর পছন্দের কোনো খেলা খুঁজে পেতে পারি তবে এটি ওকে সাহায্য করবে। এতে ওর পেশী শক্তিশালী হবে।

কয়েকটি খেলা নিয়ে চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু কিছুই কার্যকর হয়নি।



তারপর, ফিজিওথেরাপিস্ট সাঁতারের পরামর্শ দেন।

না। পুলে আমরা ওকে সুরক্ষা দিতে পারব না। ও ডুবে যেতে পারে!

আমি যদি প্রথমে সাঁতার শিখে যাই তবে আমি ওর সাথে সারাক্ষণ জলে থাকতে পারব।

জিগরের মা সাঁতার শিখে নিলেন এবং শীঘ্রই, জিগরও জলে নামলো!



হি হি!

ওর এটা পছন্দ হয়েছে!

ছপ্প ছপ্প

ছপ্প ছপ্প

পরের বছরই, জিগর জেলা-স্তরের সাঁতার প্রতিযোগিতায় তার স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করেন।



আপনি কি বিশ্বাস করতে পারেন যে ওখানে বসে থাকা ছেলেটির শরীরের 80% নিয়ন্ত্রণ নেই? অথচ সে সক্ষম শিশুদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

জিগরের 14 বছর বয়স হওয়ার সাথে সাথে সে খুবই উৎসাহী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে।



জাতীয় প্যারা সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চাই। আমি ইন্টারনেটে এটি সম্পর্কে গবেষণা করেছি এবং জিমে যাওয়া আমাকে প্রস্তুত করতে সহায়তা করবে।

শীঘ্রই জিগরের রুটিন ঠিক হয়ে গেল। তিনি সকালে সাঁতার কাটতেন তারপর স্কুলে যেতেন, জিমে প্রশিক্ষণ নিতেন এবং তারপর আবার সাঁতার অনুশীলন করতেন।

2013 সালে, তিনি 13তম জাতীয় প্যারা সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ এবং রৌপ্য পদক জেতেন।

অভিনন্দন, জিগর!

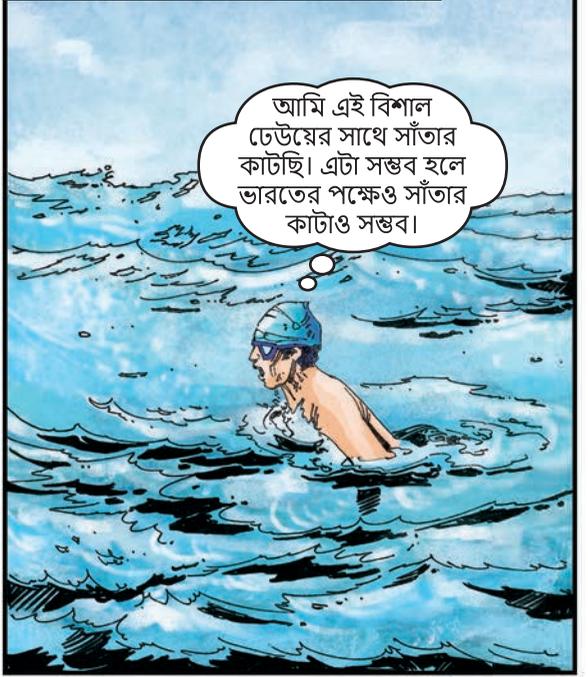
ধন্যবাদ, কিন্তু এখন আমার স্বপ্ন রূপাকে সোনায় রূপান্তর করা।



পরের বছর, তিনি 14তম জাতীয় প্যারা সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপে গুজরাটের জন্য তিনটি স্বর্ণপদক জিতেছিলেন।

2016 সালে, তিনি সমুদ্রে সাঁতার কেটে নিজেকে আরও বড় চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

আমি এই বিশাল ডেউয়ের সাথে সাঁতার কাটছি। এটা সম্ভব হলে ভারতের পক্ষেও সাঁতার কাটাও সম্ভব।



এভাবেই শুরু হয় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন। তিনি কঠোর প্রশিক্ষণ শুরু করেন এবং 2017 সালে, তিনি IDM* বার্লিন ওয়ার্ল্ড সিরিজে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হন।

আমরা চিন্তিত ছিলাম যে ওকে সর্বদা নির্ভরশীল থাকতে হবে আর এখন সে একাই বিদেশ ভ্রমণ করছে।

আগে বাড়ি থেকে বের হতেও ভয় পেতাম আর এখন আমাদের দেখো!



কিছু বছরের মধ্যে, জিগর দুবার ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং তার কৃতিত্বের জন্য বেশ কয়েকটি স্বর্ণপদক জিতেছেন। মন কি বাত-এ তাকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এমনকি তিনি একটি অনুপ্রেরণামূলক TEDx ভাষণও দিয়েছেন যেখানে তিনি তার গল্প সবার সাথে ভাগ করে নিয়েছেন।

আমি আশা করি আমার জীবন বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের বড় স্বপ্ন দেখতে এবং ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে অনুপ্রাণিত করবে।



*একটি প্যারা সুইমিং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ইন্টারন্যাশনাল ডয়েচে মিস্টারশ্যাফটেন, জার্মানি দ্বারা আয়োজিত।

কৃষ্ণিল অনিল



আজকের মন কি বাত-এর গল্পটি একটি অল্প বয়স্ক ছেলেকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে যে লকডাউনের সময় তার সময়কে নতুন দক্ষতা শিখতে এবং রুবিকস কিউবে শ্রেষ্ঠত্ব হাসিল করতে ব্যবহার করেছিল। আসলে, সে সেগুলি দিয়ে ছবি আঁকে।



COVID-19 লকডাউনের সময়, একটি ছয় বছরের ছেলে ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছিল।

কাগজের কারুকাজ করতে আমার আর ভালো লাগছে না! আমি অন্য কিছু করতে চাই।

ছেলেটি হল কেরালার ত্রিশুরের বাসিন্দা কৃষ্ণিল অনিল।

ডিজিটাল প্রজন্মের শিশু হিসাবে, যখন কৃষ্ণিল একদিন ইন্টারনেটে একটি উত্তর খুঁজতে গিয়েছিল -



রু-বি-ব্লু কি-উ-ব। সেটা আবার কী? বেশ মজার মনে হচ্ছে।

ইউটিউব টিউটোরিয়ালগুলি দেখে, কৃষ্ণিল এই রঙিন ঘনকটির রহস্য উদঘাটনের জন্য প্রস্তুত হল।



আম্মা*, আচ্চা^, দেখো! আমি এটার সমাধান করে ফেলেছি।

খুবই দ্রুত!

আমাদের ছেলের উপর আশীর্বাদ আছে।

সময় এবং অনুশীলনের সাথে সাথে, সে ত্রিশ সেকেন্ডে একটি ঘনক সমাধান করতে শুরু করে। তারপর আরও বড় স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।



রুবিক্স কিউব দিয়ে আমি মোজাইক আঁকতে চাই। এর জন্য, আমার আরও অনেক কিউব দরকার।

খরচ সাপেক্ষে ব্যাপার।

এই শখ ওকে খুশি করছে। এটাকে উৎসাহিত করা যাক।

*মালায়লাম ভাষায় মা
^মালায়লাম ভাষায় বাবা

দেশের পতাকার মতো সাধারণ
প্যাটার্ন দিয়ে শুরু হল...



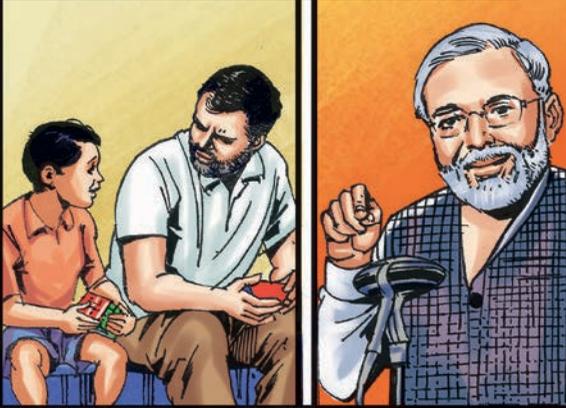
... শীঘ্রই কৃষ্ণিল পূর্ণাঙ্গ মোজাইক
প্রতিকৃতি তৈরি করতে শুরু করল।

সে তার বন্ধু, শিক্ষক এমনকি ক্রীড়াবিদ এবং চলচ্চিত্র
তারকাদেরও প্রতিকৃতি আঁকতে শুরু করল।

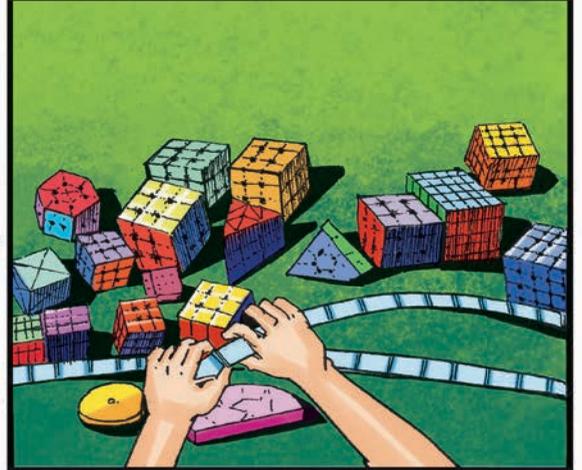


এর মধ্যে কিছু সেলিব্রিটি তাঁর কাজকে সোশ্যাল মিডিয়ায়
ভাগ করে নিয়েছেন, যা তাঁকে স্বীকৃতি এনে দিয়েছে।

কৃষ্ণিল রাহুল গান্ধী এবং প্রধানমন্ত্রী মোদিরও
মোজাইক প্রতিকৃতি তৈরি করেছে। রাহুল গান্ধী
তার সাথে দেখা করেছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী
মন কি বাতে তাঁর কথা উল্লেখ করেছিলেন।



3X3 কুবিকস কিউব আয়ত্ত করার পরে, কৃষ্ণিল সমস্ত
আকার এবং আয়তনের কিউব সমাধান করতে শেখে।



তার ইউটিউব চ্যানেল 'কৃষ্ণিল অনিল' প্রায় 200টি
ভিডিও নিয়ে তৈরি। এতে তার মোজাইক পোর্ট্রেটের
টাইম-ল্যাপস ফুটেজ, বিভিন্ন কিউবের ভিডিও
পর্যালোচনা এবং কুবিকস কিউব সমাধানে অন্যদের
সাহায্য করার জন্য টিউটোরিয়াল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।



কৃষ্ণিল এখন নয় বছর বয়সী, কিউবিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং
একদিন একজন খেলোয়াড় হিসেবে ভালো র‍্যাঙ্ক অর্জন করার লক্ষ্য রাখে।

মাদুরাই চিন্মা পিল্লাই



ক্রাসে শেখানো বিষয়গুলি ছাড়াও, তোমরা স্কুলে আর কী শিখতে চাও?

যদি যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং জিনিসপত্র মেয়াদমত করতে শেখানো হত।

রান্নাবান্না।



আমাদের রান্না শিখতে হবে কেন?

কিছু দক্ষতা সবার শিখে রাখা উচিত, দীনেশ।



আজ আমি একটি বিশেষ দক্ষতা সম্পর্কে কথা বলতে চাই, তা হল আর্থিক ব্যবস্থাপনা। আজকের গল্প এমন একজন মহিলার সম্পর্কে যিনি মহিলাদের জন্য একটি কমিউনিটি ব্যাঙ্কিং স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করে অনেক পরিবারকে দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছেন।

মাদুরাই চিন্মা পিল্লাই ছিলেন একজন কৃষক এবং শ্রমিক, যার একটি বিশেষ প্রতিভা ছিল।

আমি বছরের পর বছর ধরে তোমাদের একই মজুরি দিয়ে আসছি, এখন কেন আমি বেশি মজুরি দেব?



একজন অখুশি কর্মী একজন অলস কর্মী, আইয়া*। আপনি যদি আমাদের ভাল অর্থ প্রদান করেন তবে আমরা আরও ভাল এবং দ্রুত কাজ করব।

তিনি একজন ভাল আলোচক ছিলেন যিনি নিজের জন্য এবং তার মতো অন্যদের জন্য লড়াই করেছিলেন।



*তামিলনাড়ুতে

^১তামিল ভাষায় 'শস্যভাণ্ডার' এবং 'সমৃদ্ধি' উভয়েরই অর্থ

চিন্মা নারীদের শিক্ষিতও করেছেন এবং গ্রাম থেকে গ্রামে এই কর্মসূচির কথা ছড়িয়ে দিয়েছেন।



আমরা কয়েক বছর ধরে এটি করছি। আমরা আর অন্যের উপর নির্ভরশীল নই।

আমাদেরও একটা শুরু করা উচিত।

হ্যাঁ।

তার অবিশ্বাস্য কাজের কারণে, চিন্মা কালাঞ্জিয়ামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হন।



আপনার কারণে, অনেক মহিলা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন এবং রাজ্য জুড়ে তাদের নিজস্ব দল তৈরি করেছেন।

কয়েক দশক ধরে এই আন্দোলন তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পুদুচেরির শত শত গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে।

ক্ষুদ্রঋণ এবং কমিউনিটি ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে তার কাজের জন্য, চিন্মা পিল্লাই 1999 সালে নারী শক্তি পুরস্কারের প্রথম প্রাপকদের একজন হয়ে ওঠেন।



তাঁর গল্পে অভিভূত হয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী তাঁর পা ছুঁয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছিলেন।

2019 সালে তিনি পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।



তামিলনাড়ুর একটি ছোট গ্রামের একজন নিরক্ষর কৃষি শ্রমিক, চিন্মা পিল্লাই তাদের সকলের জৈন্য অনুপ্রেরণা যারা তাদের অসফলতার জন্য পরিস্থিতিকে দায়ী করেন।

মীরা শেনয়



এত মনোযোগ দিয়ে তুমি কী পড়ছ, শ্রেয়স?

এটা দারুণ রোমাঞ্চকর গল্প, সোনাল! এটি অরুণিমা সিন্ধা সম্পর্কে, যিনি চলন্ত ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে তার একটি পা হারিয়েছিলেন...

...এবং তারপরেও তিনি মাউন্ট এভারেস্টে উঠেছিলেন!

অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। মীরা শেনয় এমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের নিজের মাধ্যমের সম্ভাবনা দেখতে সাহায্য করেন।

মীরা শেনয় যখন বড় হচ্ছিলেন, তখন তিনি দু'জন লোক দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। একজন হলেন তাঁর দাদু...

মনে রেখো মীরা, তোমার উপার্জনের দশ শতাংশ অসহায় মানুষদের দিতে হবে।



...যিনি ছিলেন উদার হৃদয়ের একজন সরল মানুষ...

...এবং তার মা, যিনি স্টক মার্কেট নেভিগেট করতে শিখেছিলেন এবং তার এই ছোট উত্তরাধিকারকে তিনি তাঁর মেয়েদের জন্য একটি বড় ভাগ্যে পরিণত করতে সফল হয়েছিলেন।

বিয়ের পর আমি ডাক্তারি পড়ার সুযোগ হারাই। কিন্তু তোমরা মেয়রা যা করতে চাও তাই করবো।



মীরা যখন বড় হলেন, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, দরিদ্র গ্রামীণ যুবকদের ভারতের যোগ্য নাগরিকে রূপান্তরিত করে তোলায় তাঁর আগ্রহ রয়েছে।



কৃষক হতে দোষ কি? আমি একজন কৃষক, তোমার দাদা একজন ছিলেন...

ঠিক তাই! এই কারণে আমরা সবসময়ই গরিব ছিলাম।



এরা গ্রামে দারিদ্র্য এবং অনাহার দেখতে পায়, অখচ সিনেমাতে শহুরে যুবকদের চটকদার পোশাকে এবং মোটরবাইক নিয়ে দেখায়। এঁদের সঠিক পথ নির্দেশনা প্রয়োজন অন্যথায় এরা ভুল পথ পছন্দ করতে পারে।

মীরা 2005 সালে অন্ধ্র প্রদেশ সরকারের জন্য ভারতের প্রথম স্কিল মিশন স্থাপন করেন। এটিকে বলা হয় এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন অ্যান্ড মার্কেটিং মিশন (EGMM)।



মীরা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন এবং EGMM বিশাল সাফলতা লাভ করেছিল। তারপর একদিন -

এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে বিশ্বের প্রতিবন্ধী যুবকদের 80% ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে রয়েছে।



আমাদের একটি ভাল প্রোগ্রাম দরকার যা প্রতিবন্ধী যুবকদের চাকরি পেতে সাহায্য করবে। তোমার কী মনে হয়, সুবোধ?

খুব ভালো চিন্তাভাবনা।

মীরার স্বামী ডাঃ সুবোধ শেনয় একজন বিখ্যাত পদার্থবিদ।



আমার প্রথমেই তাঁদের সাথে দেখা করা উচিত যারা প্রতিবন্ধী এবং সফল।

একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভালো পারফর্ম করতে কী অনুপ্রাণিত করে সে সম্পর্কে মীরা অনেক কিছু শিখেছেন। তাঁর লেখা বই 'YOU CAN' একটি অনুপ্রেরণামূলক বই হয়ে উঠেছে।

তিনি 'ইয়ুথ ফর জবস' প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য দক্ষতা অর্জনের কর্মসূচি শুরু করেন। এই কঠিন পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন।



আপনার কানে শুনতে না পাওয়া ছেলেটির নাম কি?

কালী*

না, ওর নাম কি?

একজন কালী মানুষের আবার নামের কী দরকার?

এটা দুঃখজনক হলেও সত্য যে মানুষ, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, মনে করে যে প্রতিবন্ধী শিশুদের কোনো পরিচয়ের প্রয়োজন নেই।

বিকলাঙ্গতা সম্পর্কে তিনি প্রচুর সংস্কার এবং প্রাচীন মনোভাবের সম্মুখীন হয়েছিলেন।



কেন আপনি এই লেংড়িকে দক্ষতা শেখাতে চান? আমার ছেলেকে নিয়ে যান। ওর কোন সমস্যা নেই।

আমি আপনাকে দেখাতে চাই যে আপনার মেয়ের কোন সমস্যা নেই। আপনি যদি তাকে আমাদের চাকরি-সংযুক্ত প্রশিক্ষণে পাঠান তবে আমি আপনাকে এটি প্রমাণ করে দেব।

40 দিনের দক্ষতা শিক্ষার পরে, শীলা, এটিই তার আসল নাম ছিল, তার বাবার থেকে বেশি উপার্জন করতে শুরু করেছিল। পুরো গ্রাম তাকে নিয়ে গর্বিত ছিল।

মীরা বিকলাঙ্গদের জন্য 'স্বরাজ এবিলিটি' তৈরি করেছেন, যা একটি AI** ট্রিগার প্ল্যাটফর্ম এবং এটি বিকলাঙ্গ মানুষদের দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে।



আমি গর্বিতভাবে বলতে পারি যে 'স্বরাজ এবিলিটি' দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম প্ল্যাটফর্ম। এটিকে যে কোনও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহজেই নেভিগেট করতে এবং দক্ষতা এবং চাকরি খুঁজে পেতে ব্যবহার করতে পারেন।

মীরা তার অসাধারণ কাজের জন্য অনেক পুরস্কার জিতেছেন। এর মধ্যে রয়েছে NCPEDP-শেল হেলেন কেলার পুরস্কার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় পুরস্কার...



...এটি MIT-এর অন্তর্ভুক্ত একটি উদ্ভাবন চ্যালেঞ্জ, এবং এটি হার্ভার্ডের বিজনেস কেস স্টাডিও।

সমগ্র তরুণ প্রজন্মের জন্য মীরার একটি বার্তা রয়েছে।



প্রকৃতির মাঝে হাঁটার সময়, আপনি বিভিন্ন ধরনের ফুল, অনেক রঙের পাতা দেখে বলেন, "প্রকৃতি কত সুন্দর!" আমাদের মানুষের মধ্যেও পার্থক্য উপলব্ধি করা উচিত। আমরা বিভিন্ন ক্ষমতা, বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে এসেছি। প্রকৃতি থেকে শিখুন এবং চিন্তা করুন, "আমরা সবাই কত সুন্দর!"



*বধির
**কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

রিংফামি ইয়ং



আমি যখনই এখানে আপেল গাছ লাগাই, সেগুলি একটু বাড়লেও, কখনও ফল দেয় না।

হয়তো ওরা দিল্লির জলবায়ুতে বাড়তে পারে না।



অনেক জায়গায় আপেল জন্মে। তোমাকে শুধু সঠিক কৌশল ব্যবহার করতে হবে। আমি তোমাদের রিংফামি এবং অ্যাঞ্জেল নামে এক দম্পতি সম্পর্কে বলতে চাই, যারা এমন জায়গায় আপেল ফলিয়েছে যেখানে তাদের ফলানো অসম্ভব বলে মনে করা হয়েছিল।

মণিপুরের উখরুলের একজন অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার রিংফামি ইয়ং-এর কৃষিকাজে গভীর আগ্রহ ছিল। 2019 সালে -



অ্যাঞ্জেল, নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিল আমাদের এলাকার মানুষকে আপেল চাষে প্রশিক্ষণ দিতে চায়। এর জন্য তারা হিমাচল প্রদেশে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি*র আয়োজন করছে।

আপেল? উখরুলে আপেল জন্মে না।

তার স্ত্রী অ্যাঞ্জেল সমানভাবে কৃষিকাজে আগ্রহী ছিলেন।



সঠিক! আর এই কারণেই আমি যেতে চাই এবং দেখতে চাই তারা কী বলছে।



কৌতূহলী, রিংফামি এবং আরও কয়েকজন প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছিলেন।

আপেলের বৃদ্ধির জন্য শীতল তাপমাত্রা প্রয়োজন। আমি নিশ্চিত আপনি জানেন যে আমাদের এলাকা আপেলের জন্য খুব গরম।

*সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ কাউন্সিল (CSIR) এবং হিমাচল বায়োরিসোর্স টেকনোলজি (IHBT) ইনস্টিটিউটের যৌথ কর্মসূচি



হ্যাঁ, কিন্তু এখন আপেলের অনেক প্রকার রয়েছে।

একটি 'কম শীতল' বৈচিত্র্য রয়েছে যার বিকাশের জন্য প্রতিযোগিতা শীতল তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় না। আমরা আপনাকে এই সম্পর্কে বলতে যাচ্ছি।



তারা যে বড় হবে তার কোন নিশ্চয়তা এখনো নেই। এমন ঝুঁকি কে নেবে?

অনেক লোক আশ্বস্ত ছিল না, কিন্তু রিংফামি এই ধরনের আপেল সম্পর্কে তার যা কিছু সম্ভব তা শিখেছিল।

পরের বছরের শুরুর দিকে, মহামারী আঘাত হানে।



যেহেতু আমাদের এখন বাড়িতে থাকতে হবে, এসো কম ঠান্ডা আপেল চাষ করার চেষ্টা করি।

হ্যাঁ। এটা পরীক্ষা করার জন্য একটি ভাল সময়।

সরকারি সহায়তায়, রিংফামি এবং আরও কয়েকজন আন্না, উরসেট গোল্ডেন এবং অন্যান্য কম-ঠান্ডা জাত রোপণ করেন।



এই চারাগাছগুলির খুবই যত্ন প্রয়োজন।

সেটা করার জন্য আমাদের হাতে এখন প্রচুর সময় আছে।

দম্পতি চারাগাছগুলির প্রয়োজনীয় যত্ন করে। গাছগুলি বাড়তে শুরু করে...



আমি ৩০টি চারা লাগিয়েছিলাম, তার মধ্যে ৪৫টি বেঁচে গেছে।

...এবং ফুলে ভরে গেলো। ২০২১ সালে-



প্রথম বছরেই তারা প্রায় ২০০ কেজি আপেল উৎপাদন করেছিল!



রিংফামিকে মন কি বাত-এ দেখানো হয়েছিল এবং মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিং-এর দ্বারাও তিনি প্রশংসিত হয়েছিলেন।



তিনি আর্থিক পুরস্কারও পেয়েছেন।

এই অর্থ দিয়ে, আমরা আমাদের আপেল বাগান প্রসারিত করতে পারি।



রিংফামি এখন আপেল চাষে অন্যান্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিতে যাচ্ছে যাতে মণিপুর তার স্বদেশী আপেল নিয়ে গর্ব করতে পারে।

শ্রীধর ভেষু



আমার দাদা তার কাজের জন্য বেঙ্গালুরু চলে যাচ্ছে। তাকে আমার খুব মনে পড়বে!

আমি জানি তোমার কেমন লাগছে, দীনেশ। আমার বোনও গত বছর চলে গেছে।



সবাই বড় শহরে কাজ করতে চায়। এটাই তো স্বাভাবিক।



কিন্তু চরণ, শহরে জীবনের একটা মূল্য দিতে হয়। আমি তোমাদের এমন একজন ব্যক্তির কথা বলব যিনি মানুষকে তাদের গ্রামীণ শিকড়ের কাছাকাছি থাকতে উৎসাহিত করছেন।

শ্রীধর ভেষু 1968 সালে তামিলনাড়ুর তঞ্জাবুরে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন উজ্জ্বল যুবক হয়ে বেড়ে ওঠেন।



সাবাশ, আমার সোনা ছেলে! আবার গণিত পরীক্ষায় পূর্ণ নম্বর পেয়েছ!

ধন্যবাদ, আন্না*। আমি পড়াশোনার জন্য কঠিন পরিশ্রম করব আর ইঞ্জিনিয়ার হব।



নিজের কথা মতোই, শ্রীধর চেন্নাইয়ের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে স্নাতক হন।

পরবর্তীতে তুমি কী করবে শ্রীধর? চাকরীর জন্য আবেদন করছ নাকি?

আমি এখনো শেখা শেষ করিনি। আমি আরও পড়াশোনার জন্য বিদেশে যেতে চাই।

শ্রীধর প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে^১ ভর্তি হন, যেখানে তিনি তার স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেন এবং তারপরে তার পিএইচ.ডি. করেন।



তার চমৎকার শিক্ষাগত রেকর্ডের কারণে তিনি শীঘ্রই আমেরিকার একটি নামী কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে যান।

আপনাকে স্বাগতম, ভেষু! আমি আপনার ইতিহাস থেকে বলতে পারি যে আমাদের কোম্পানির সাথে আপনার একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে উঠবে।

ধন্যবাদ, স্যার।

*বাবা

^১ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির একটি মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়।

শ্রীধর নিজের মধ্যে একজন উদ্যোক্তার মনোভাব লালন করতেন। 1996 সালে -

কতদিন আর আমরা অন্যদের জন্য কাজ করব? আমরা আমাদের নিজস্ব কোম্পানি শুরু করি না কেন?

আমরা ভাই থেকে ব্যবসার অংশীদার হব!

তারা একসাথে অ্যাডভেঞ্চার নামে একটি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট হাউস শুরু করে।

শ্রীধর ও তার পরিবারের জীবন উন্নতির দিকে এগোচ্ছিল।

আমাদের কোম্পানির আয় চার বছরে দশ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে!

আমাদের আর কেউ আটকাতে পারবে না!

2009 সালে কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে জোহো কর্পোরেশন করা হয়। পরের দশকের মধ্যে, এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সারা বিশ্বে একটি স্বনামধন্য প্রযুক্তি কোম্পানিতে পরিণত হয়েছিল।

তবে, ভেস্থুর মনে ব্যবসা এবং লাভের চেয়েও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।

আমি যদি আমার দেশকে সাহায্য করতে না পারি তাহলে এত সাফল্যে কী লাভ? আমাকে ফিরে যেতে হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সফটওয়্যার সেক্টরে ভারতকে স্বনির্ভর করতে সাহায্য করার জন্য আমার সম্পদ ব্যবহার করা উচিত।

শীঘ্রই-

আমি ভারতে ফিরে যেতে চাই। আমি তামিলনাড়ুর মাথালমপারাই গ্রামে আমাদের অফিস খুলতে চাই।

ভারতে ফিরে যাওয়ার ধারণাটি আমার পছন্দ হয়েছে।

কিন্তু আমরা গ্রাম থেকে আমাদের কাজকর্ম চালাব কী করে?

বড় শহরগুলি অত্যন্ত যানজটপূর্ণ এবং দূষিত, তাছাড়া, গ্রামীণ এলাকায় প্রচুর প্রতিভা রয়েছে। আমাদের অবশ্যই ভারতের প্রতিটি অংশকে সুযোগ দিতে হবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, কোভিড-19 লকডাউনের ঠিক আগে শ্রীধর 2019 সালে ভারতে চলে আসেন।



তারপর থেকে, তিনি তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্র প্রদেশের গ্রামীণ অংশে অফিস খুলেছেন এবং 500 জনেরও বেশি লোককে কর্মসংস্থান প্রদান করেছেন। অন্যান্য গ্রামেও তাঁর এরকম অনেক অফিস খোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

গ্রামীণ যুবকদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে শ্রীধর গ্রামে গ্রামে জোহো স্কুলও চালু করেছেন। এই স্কুলগুলো বৃত্তিমূলক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট শিক্ষা প্রদান করে।



আজ শ্রীধরের মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় \$3.8 বিলিয়ন*। এত সফল হওয়া সত্ত্বেও, তিনি খুব সাধারণ জীবন যাপন করেন এবং তার উদ্দেশ্যে তিনি নিবেদিত প্রাণ।



*30,000 কোটি টাকারও বেশি

বেদাঙ্গী কুলকার্নি



তোমাদের মধ্যে কারা কারা রোজ সাইকেল নিয়ে স্কুলে আসে?

আমি আসি স্যার।

আমিও।

আমি আসি।



আজ আমি তোমাদের বেদাঙ্গী কুলকার্নি নামে এক যুবতী সম্পর্কে বলতে যাচ্ছি, যিনি সারা বিশ্ব জুড়ে সাইকেল চালানোর জন্য সবচেয়ে কম বয়সী মহিলা হয়েছেন।

বেদাঙ্গী কুলকার্নির শৈশব ছিল অ্যাডভেঞ্চারে ভরা। বড় হয়ে, তিনি বাড়ির ভিতরে যতটা সময় কাটিয়েছেন ততটা বাইরে।

17 বছর বয়সে, বেদাঙ্গী, তার বাবা-মায়ের সমর্থনে, সাইকেলে হিমালয় পাড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

767 কিলোমিটার এবং আড়াই সপ্তাহ ধরে, বেদাঙ্গী মানালি থেকে শ্রীনগরে সাইকেল চালিয়েছিলেন।



ওহ, এটি একটি ভালই উঁচু জায়গা।

চমৎকার দৃশ্য!



ব্রোশিওর অনুসারে, ও যে কোনও ট্যুরে যোগ দেওয়ার জন্য খুব কম বয়সী।

আমরা গাড়িতে অনুসরণ করব। এটি নিরাপদ কিন্তু সে স্বাধীন বোধ করবে।



হুম, এরপর কোথায় যাওয়া যায়?

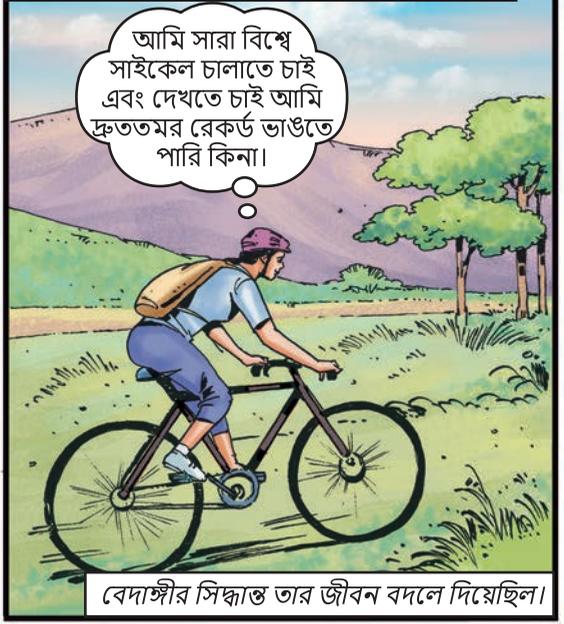
স্কুল শেষ করার পর, তিনি স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট পড়তে ইংল্যান্ডে যান। মানুষ, স্থান, সংস্কৃতি – সবকিছুই ছিল ভিন্ন এবং বিপ্রান্তিক।



আমি কি এখানে বন্ধু বানাতে পারব? আমি এখানে কিভাবে মানিয়ে নেব?

একটি জিনিস যা পাল্টায়নি, তা হল বাইরের প্রতি তার ভালবাসা।

বেদাঙ্গী খোলা আকাশের নিচে সাইকেল চালালে তার দৃষ্টিস্তা দূর হয়ে যায়। সে মুক্ত বোধ করছিল।



আমি সারা বিশ্বে সাইকেল চালাতে চাই এবং দেখতে চাই আমি দ্রুততমর রেকর্ড ভাঙতে পারি কিনা।

বেদাঙ্গীর সিদ্ধান্ত তার জীবন বদলে দিয়েছিল।

কলেজের কাজ সামলানোর সাথে সাথে, তিনি আগের চেয়ে আরও কঠোর প্রশিক্ষণ শুরু করেছিলেন।



সফল হওয়ার জন্য আমাকে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে শীর্ষে থাকতে হবে।

ফুট ম্যাপ বানানো হল, কাগজপত্র গোছানো হল এবং অভিযানের জন্য একটি নতুন সাইকেল তৈরি করা হল।



একদম নিখুত! আমি ওর নাম কাপুচিনো রাখবো।

2018 সালের 17ই জুলাই বেদাঙ্গীর যাত্রা শুরু হল।



অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে তিনি ১৪টি দেশ ভ্রমণ করেছেন।

কানাডায় বাদামী ভালুকের হাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন...



...এবং স্পেনে ছুরি দেখিয়ে তার থেকে ছিনতাই করা হয়েছে...



...রাশিয়ায় জমাট তুষারে শিবির স্থাপন...



...পথ সহজ ছিল না।

কিন্তু, বিভিন্ন দিক দিয়ে এটি ফলপ্রসূ ছিল। অনেক নতুন বন্ধু বানিয়েছেন...



...নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে...



...এবং পথে নিজের 20 তম জন্মদিন উদযাপন করেছেন।



2018 সালের, 24শে ডিসেম্বর, বেদাগঙ্গী অস্ট্রেলিয়ায় ফিনিশ লাইনে পৌঁছান।



29,000 কিলোমিটার। আমি করতে পেরেছি!

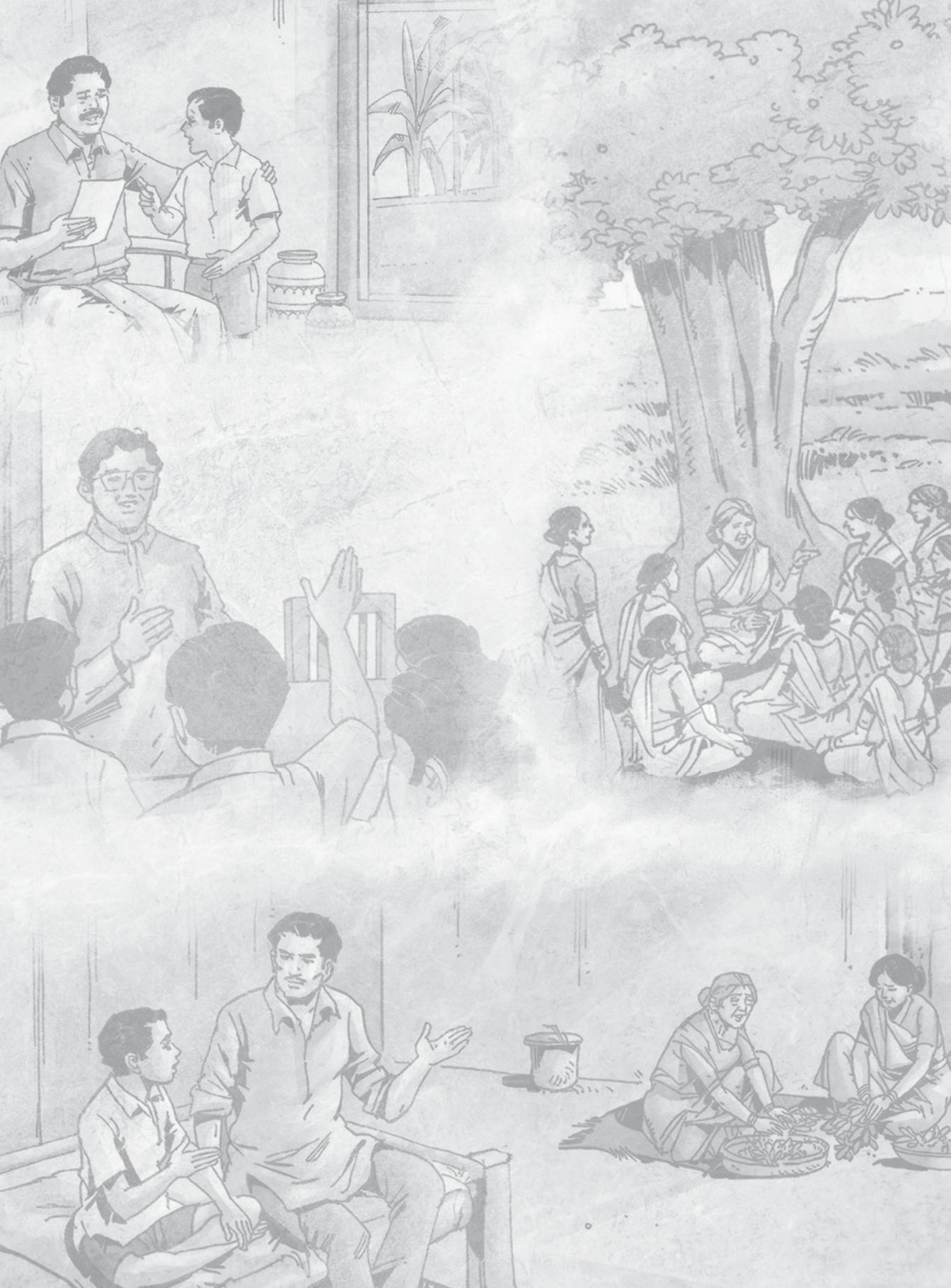
তিনি যেমন ভেবেছিলেন সেই অনুযায়ী তিনি এই খেতাব অর্জনের ক্ষেত্রে দ্রুততম মহিলা ছিলেন না, তবে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ।

2023 সালে, বেদাগঙ্গী লেহ-মানালি হাইওয়েতে সাইকেল চালানোর জন্য দ্রুততম মহিলাও হয়েছিলেন। তিনি এখন তার অভিজ্ঞতার কথা বলেন।



সাইকেল চালানো আমাকে শিখিয়েছে যে সহনশীলতা হল একটি মানসিক অবস্থা।

তিনি 'অ্যাডভেঞ্চার শেড' নামে একটি অভিযান পরিচালনা কোম্পানী শুরু করেন যাতে অন্য লোকদের তাদের নিজস্ব অ্যাডভেঞ্চারে সহায়তা করা যায়।





मन कि बात

अध्याय-9

याँरा मन दिये किछु करेन, ताँदेर पक्षे किछुई असम्भव नय।
अक्षमता, दारिद्र, शिक्षा वा सम्पदेर अभाव याई होक ना केन, मानुष
निजेके एवं अन्येदेर तादेर लक्ष्य अर्जने साहाय्य करार जन्य नाना
बाधा अतिक्रम करेछे।

मन कि बात-एर नवम खण्ठि सारा देशेरे सेई सब लोकदेर सम्पर्के
यादेर दृढ़ता एवं संकल्प तारा ये च्यालेङ्गेर मुखोमुथि ह्येछिल तार
चेयेओ बेशि छिल।

बेदाङ्गी कुलकार्नि, यिनि 20 बछर बयसे विश्व प्रदक्षिणकारी द्रुततम
महिला ह्येछिलेन, तारपरे रिङ्फामि एवं अ्याङ्गेल इयङ्ग, यिनि
एमन एकाटि एलाकाय आपेल चाष करेछिलेन येथाने एटि जन्माने
असम्भव बले मने करा ह्येछिल, एवं मादुराई चिना पिन्नाई, यिनि
एकाटि कमिउनिटि व्याङ्किङ्ग दल शुरु करेछिलेन निजेर मतो ग्रामीण
नारीदेर आर्थिकभावे स्वावलम्बी हते साहाय्य करार जन्य। एई गल्लगुलि
प्रमाण करे ये कोनओ व्यङ्क्तिर इच्छा थाकले ये कोनओ किछुई सम्भव।



₹99

www.amarchitrakatha.com
ISBN 978-93-6127-200-4



9 789361 272004